



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 24-32

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.501



সাধন বারিকের ছড়া ও কবিতায় ফিরে দেখা ইতিহাস

ড. সেখ জাহির আব্বাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.09.2026; Accepted: 22.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Literature often preserves the social, political, and cultural experiences of an age and may therefore serve as an important source for reconstructing the history of a particular period. Sadhan Barik, a relatively less-publicized Bengali poet and writer of rhymes, has transformed contemporary events, political developments, social changes, and everyday experiences into incisive poetic expressions. His rhymes and poems, characterized by simplicity, satire, irony, and social consciousness, provide significant glimpses into the political and socio-economic history of West Bengal during the closing decades of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century. This article explores the historical consciousness embedded in selected poems and rhymes of Sadhan Barik, particularly those collected in *Sadhan Bariker Nirbachita Chhara O Kabita Sangraha*. The study examines how the poet records various aspects of contemporary life, including the introduction of the Kolkata Metro, the political tensions within the Left Front period, rural transformation, the Mid-Day Meal scheme, the changing role of local political leadership, Rabindranath Tagore's changing political-cultural reception, the theft of Tagore's Nobel medal, irregularities in teacher recruitment, and the ideological transformation of the Left. Particular attention is given to the poet's use of satire and irony as literary devices for documenting contradictions between political ideals and social realities. His works reveal how ordinary experiences and contemporary incidents can acquire historical significance through literary representation. The article argues that Barik's poems possess both literary and documentary value, offering readers a distinctive perspective on the socio-political transformations of contemporary Bengal. Thus, his poetry may be viewed as an alternative literary archive of the time.

Keywords: Sadhan Barik, Bengali Poetry, Historical Consciousness, Political Satire, Social Reality, West Bengal, Regional History, Nobel Prize

কবিতা যখন সামাজিক দায়ক্কতা থেকে উঠে আসে এবং তা যখন রচনা নৈপুণ্যে সার্থক হয়ে ওঠে, তখন সেই কবিতা সমকালকে অমরত্ব দান করে। ইতিহাস রচনার দায় কবির নেই। ইতিহাস এক জিনিস আর সাহিত্য আর এক জিনিস। ইতিহাসকে অবলম্বন করে কখনো কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয়, আবার সাহিত্যের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে ইতিহাস বাঙময় হয়ে ওঠে। ইতিহাস নির্ভর সাহিত্যে মূল ঐতিহাসিক কাঠামোকে মোটামুটি

অক্ষুণ্ণ রেখে সাহিত্য স্রষ্টা ইতিহাসকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে নতুন ভাবে সৃষ্টি করেন, অন্যদিকে সাহিত্যের মধ্যে যে ইতিহাস ধরা দেয় সেখানে অতিরঞ্জন চলেনা, সেখানে কল্পনার মিশেল থাকলে তাকে আর ইতিহাস বলা যাবে না। সাহিত্যে বিচ্ছুরিত ইতিহাস তাই সত্যমূলক। বস্তুবাদী সাহিত্যে এই ঐতিহাসিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। আজকের বাস্তব হয়ে ওঠে আগামীর সত্য ইতিহাস। সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের অভিঘাত কবিমনে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, একজন মহৎ কবির পক্ষে তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কেবল ছড়া বা কবিতা নয়, শিল্পসাহিত্যের যে কোনো মাধ্যম তাই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের আকর হতে পারে। তবে স্রষ্টার অভিরুচি অনুসারে উপাদান এবং উপাদানের পরিমাণের তারতম্য ঘটে থাকে। অধ্যাপক ড. চন্দন খাঁ সংকলিত ও সম্পাদিত “সাধন বারিকের নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা সংগ্রহ” (২০০৯) বইটিতে শিল্প সৌকর্যে ভূষিত হয়ে যেভাবে বিশ শতকের শেষ আর একুশ শতকের সূচনা পর্বের রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক ইতিহাস ধরা আছে, তার মূল্য অপরিমিত।

বাউড়ুলে প্রকৃতির কবি সাধন বারিক (জন্ম ৬ আষাঢ়, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগের লোকপ্রিয় কবি। প্রচার বিমুখ, আত্মমগ্ন, মৃত্তিকালগ্ন এই মানুষটি ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাচ্ছিল্য করে সারাটা জীবন কবিতার সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন। তরুণ বয়সে নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পাঁচ বছর জেল খাটেন। পুলিশের নারকীয় নিপীড়নে চিহ্ন আজো শরীরে বহন করে চলেছেন। তখন থেকেই দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। কবিতা লেখা আর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ‘আলিঙ্গন’ নামের কবিতা পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এক কাব্যময় জীবন গড়ে তোলেন কবি।^১ শত শত কবিতা লিখে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে দিয়ে তার আর সংরক্ষণ করেন না যে কবি, তাঁর কবিতা যিনি একবার পাঠ করেছেন তিনি জানেন, যে বাউলসারল্য ও গভীর মগ্নতা সহজিয়া শিল্পের সম্পদ, সেই সুর তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুভূত। ছড়া তাঁর আয়াসহীন চেষ্টার ফসল। যে কোনো আটপৌরে ঘটনা থেকে যে কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সংকটকে সহজে তুলে আনতে পারেন তীক্ষ্ণ শ্লেষ আর অন্তর্বেদনায়। বিশ শতকের শেষ দু দশক এবং একুশ শতকের প্রথম দশকের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বাম জামানার অনেক চমকপ্রদ ঘটনা, বিষয়, প্রেক্ষাপট এবং কিছু সমসাময়িক আনুষঙ্গিক বিষয় বা ঘটনা চন্দন খাঁ সংকলিত “সাধন বারিকের নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা সংগ্রহ” গ্রন্থটিতে সহজ লভ্য। যার শিল্পমূল্য ইতিহাস আন্ধানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। আলোচ্য প্রবন্ধে কয়েকটি কবিতা বেছে নেওয়া হয়েছে।

কবির রচনা ভঙ্গিটি তাঁর ‘পাঁচ গাঁয়ের পাঁচালি’ কবিতায় চমৎকার ধরা দিয়েছে-

“কিছুটা বলব খুলে কিছুটা বা ঢেকে।
কিছুটা বলব সোজা কিছুটা বা বেঁকে।।
কিছুটা দেখেছি নিজে কর্ণে শুনি কিছু।
গুরু ও চণ্ডাল হবে ভাষা কিছু কিছু।”^২

সাধন বারিকের কাব্যে ইতিহাসের অন্বেষণে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ‘কোলকাতা ১’ ও ‘কোলকাতা ২’ ছড়া দুটির কথা। আজ মেট্রোরেলের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে কিন্তু বিপুল অর্থ ব্যয় করে এর সম্প্রসারণ বা নতুন মেট্রো যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কেউ আর প্রশ্ন তোলেন না। ভারতে প্রথম কলকাতায় পাতাল রেল চালু হয় ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর। ১৯৭২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি এর শিলান্যাস করেন।^৩ পাতাল রেলের কাজ শুরু হলে সেদিন নাগরিক মনে একদিকে যেমন উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, তেমনি জেগেছিল অনেক প্রশ্ন, অনেক সংশয়। বিশেষ করে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে এই গরিব দেশে পাতাল রেল চালানোর পরিকল্পনার মধ্যে পুঁজির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের ভবিষ্যৎ ভেবে

অনেকে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কবি নিজেই সন্দিহান ছিলেন। পুঁজির কাছে নতিস্বীকার আজ এক অলঙ্ঘ্য নিয়তি। যাইহোক, ‘কলকাতা ১’ ছড়াটির সূত্রে সেই বিস্মৃত প্রায় ঘটনা ধারার মধ্য থেকে এক টুকরো ইতিহাস এখানে আত্মদান করা যেতে পারে-

“কল্লোলিনী কোলকাতা
করছো তুমি কি
এই দেখ না আমি কেমন
গর্ত খুঁড়েছি
গর্ত শুধুই গর্ত
আর কি আছে সত্ত্ব?
চলবে রেল পাতালে
ধর্মতলার চাতালে
ম্যাকনেমারা দিচ্ছে মদত
পাঠাও তাকে তত্ত্ব।”^৪

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘ম্যাকনেমারা’ হলেন রবার্ট স্ট্রেন্জ ম্যাকনামারা; যিনি ১৯৬৮ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ছিলেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি।^৫ বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণে পাতাল রেলের উদ্যোগ সেদিন কারো কারো মনে যে সংশয় জাগিয়েছিল তাঁর ঐতিহাসিক দলিল এই ছড়াটি।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে সি পি আই (এম)র নেতৃত্বে সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলি একজোট হয়ে বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত একটানা ৩৪ বছর একই সরকারে থেকেও মাঝে মাঝে ফ্রন্টের রীতি ভেঙে এক দলের নেতা অপর দলের বিরুদ্ধে গিয়ে রাজনৈতিক তর্জা বাড়িয়ে দিতেন। সে ইতিহাস কারো কারো স্মরণে থাকতে পারে। বিশেষ করে জ্যোতি বাবুর সঙ্গে আর এস পি’র যতীন চক্রবর্তীর সংঘাত ছিল বেশ উপভোগ্য। সি পি আই(এম) দলের আট ও নয়ের দশকের এক সক্রিয় কর্মী বর্ধমান জেলার আদিপুর গ্রামের সেখ রফিকুল ইসলামের কাছে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারি, ১৯৮৬ সালে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিপুল তারকা সমাগমে ‘হোপ ৮৬’ নামের যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে পপ গায়িকা উষা উথুপকে আমন্ত্রণ করে তাঁকে দিয়ে গান করানোর ক্ষেত্রে আর এস পি’র তীব্র আপত্তি ছিল। তাঁদের মতে পশ্চিমা অপসংস্কৃতি সজ্ঞাত উষার গান বাম আদর্শের পরিপন্থী। এই বিষয়ে সাংবাদিকরা জ্যোতিবাবুকে প্রশ্ন করলে তিনি নাকি মন্তব্য করেন, উনিতো ভালোই গান করেন। জ্যোতি বাবুর সঙ্গে যতীন চক্রবর্তীর পারস্পরিক মতবিরোধকে চিরকালের পাঠকের সামনে অসামান্য কুশলতায়, ‘হাসতে হাসতে দম ফট’ কবিতায় মাত্র ছয় লাইনে তুলে ধরেছেন সাধন বারিক; কবিতাটি হল-

“জ্যোতি বাবুর সতীন
আর. এস. পির যতীন
দৈনিকে রোজ হেডলাইন
ভাঙছে এ ওর গার্ড লাইন
ব্যাপারটা খুব কমফট
হাসতে হাসতে দমফট।”^৬

একসময় শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখানো কমিউনিস্ট দলগুলি পশ্চিমবাংলায় সংসদীয় পথে একটানা দীর্ঘ সময় ক্ষমতাসীন থাকার ফলে দলের নেতৃত্বে থাকা বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ পর্ব-৩, সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর, ২০২৬

দলীয় শৃঙ্খলা ভেঙে হয়ে ওঠেন ক্ষমতালোভী, ভোগী, স্বার্থপর। একদিন মোটা কাপড় আর ছেঁড়া জুতো পরে গণসংগীত গেয়ে যারা মাঠে- ঘাটে, কলে- কারখানায় রোদ- বৃষ্টি উপেক্ষা করে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে আশা ভরসা জুগিয়ে ছিল, কিছুটা সাফল্যও এসেছিল কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকতে থাকতে কোন কোন নেতা হয়ে উঠলেন উদ্ধাত, আরামপ্রিয়, বিলাসী এবং স্বেচ্ছাচারী। কবি সাধন বারিক আরামবাগের মানুষ। আরামবাগের জনৈক অভয়বাবু ছিলেন এমনি এক দাপুটে নেতা। এখন তাদের ক্ষমতা নেই, রাজ্যপাটও নেই। কিন্তু ইতিহাসটা চমৎকার ধরা আছে সাধন বারিকের ‘আগে পরে’ কবিতায়, তার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত হল-

“(১)

আগে তিনি দাদা ছিলেন
এখন মহাশয়,
আগে তিনি অভয় ছিলেন
এখন মহাভয়।
আগে তিনি ঘাস মারাতেন
লড়িয়ে দিতেন জান,
দাদার কণ্ঠে ছিল তখন
শিকল ছেঁড়ার গান।

... ...

(২)

... ...

এখন দাদার ঘূর্ণি চেয়ার
তার উপরে গদি,
সর্দি হলেও ছোটেন দাদা
পেরিয়ে তের নদী।
এখন দাদার মাখন শরীর
রোদ লাগাতে বারণ,
আলতো করে ছোঁয়ান ঠোঁটে
খাস বিলিতি কারণ।

... ...”^৭

সাম্য বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা মানুষ গুলোর এই পরিণতি ইতিহাসের এক ট্রাজিক অধ্যায় রূপে চিহ্নিত হতে পারে।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অপারেশন বর্গা আর পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থার বেশ কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়। খেতে খামারে, রাস্তায় দোকানে, কলে কারখানায় কাজকরা শ্রমিকদের ধীরে ধীরে বেতন বৃদ্ধি হলে একটা গভীর আশাবাদ জেগে ওঠে। কিন্তু সরকারি বরাদ্দের সম্পূর্ণ রূপায়ন না হওয়া, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর নিচু স্তরের নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিকল্পনা আর রূপায়নের মধ্যে পার্থক্য গড়ে তোলে। ফলে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে

থাকে। ‘পাঁচ গাঁয়ের পাঁচালি’তে কবি বাম আমলের গ্রামবাংলার বেশ কিছু লক্ষণকে ইংগিতপূর্ণ ভাষায় চিত্রিত করেছেন, যা সেদিনের সমাজ বাস্তবতার অনন্য দলিল। যেমন-

“গ্রাম আছে গ্রামেতেই বলি চুপি চুপি।
কোথাও বিজলি আলো, কেরসিন কুপি।।
মোরাম বিছানো পথ পিচের আশায়।
দাবিগুলি রাখা আছে ঘুঘুর বাসায়।।”^৮

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০০৩ সাল থেকে প্রাইমারি স্কুলগুলিতে ৩ কিলো করে চাল দেওয়ার পরিবর্তে মিড-ডে মিল চালু হয়।^৯ সেদিন অনেকে পরিকাঠামোর অভাব আর রান্নার হাঙ্গামার মধ্যে শিশুদের পড়াশোনা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করেন। সে ইতিহাসটাও ধরা আছে ‘পাঁচ গাঁয়ের পাঁচালিতে’-

“এখন মিড-ডে মিল চালু হল বলে।
আসে কিছু কচিকাঁচা বই খাতা ফেলে।।
ঘাটে ওঠে পড়াশোনা লাটে ওঠে বই।
গাছে তুলে দিয়ে কারা কেড়ে নিল মই।।”^{১০}

বাম আমলে প্রান্তিক মানুষের কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এলে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই গড়ে ওঠে চায়ের দোকান। এতদিন গ্রামের বড়োলোকের বৈঠকখানায় কিংবা চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডার আসর বসতো, সেই জায়গায় গ্রামের চায়ের দোকান হয়ে উঠলো আড্ডার ক্ষেত্র। মাটির ভাঁড়কে পিছনে ফেলে ততদিনে চলে এসেছে প্লাস্টিকের কাপ। ‘পাঁচ গাঁয়ের পাঁচালি’তে তার জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন কবি-

“পাঁচ জন পাঁচ কথা একান ওকান
গাঁয়ের বিধান সভা চায়ের দোকান।।
বাঁশের বেঞ্চি পাতা প্লাস্টিক কাপ
দুবেলা ছেলে আসে একবেলা বাপ।।
রাজনীতি খেলাধূলা চলে আলোচনা।
মুখে বাঘ মারে আর করে তুলোধনা।।”^{১১}

বাম জামানায় এক একজন গ্রাম প্রধান হয়ে ওঠেন ক্ষমতার সর্বসর্বা। কবি “পাঁচ গাঁয়ের পাঁচালি’তে বলেছেন, ‘প্রধান পারে না হেন নেই কোনো কাজ।’^{১২} কিংবা “কৃপা পেলে প্রধানের থাকে না অভাব।”^{১৩}

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের শেষদিকে জনৈক কম্যুনিষ্ট নেতা ভবানী সেন(ছদ্মনাম রবীন্দ্র গুপ্ত) একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘বুর্জোয়া কবি’ বলে মন্তব্য করেন।^{১৪} দলে এই নিয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদ হলে একটা সময় ভবানী সেন নাকি তার ভুল বুঝতে পারেন। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ থেকে দলের অনেক নেতা কর্মীদের দূরত্ব বেড়ে যায়। ক্রমশ সব দ্বিধা কাটিয়ে বামপন্থীরা বুঝতে পারেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন সঠিক ছিল না। ফলে দ্বিগুণ উৎসাহে জেলায় জেলায় ভবন, সেতু, রাস্তা প্রভৃতি রবীন্দ্র নামাঙ্কিত হয়ে উঠতে থাকে। সেই ইতিহাসকে স্মরণে রেখে কবি সাধন বারিক লেখেন ‘এখন নয়নমণি’ কবিতাটি; যার প্রথম স্তবকটি হল-

“আগে ছিলেন চোখের বালি
এখন নয়নমণি
তোমার নামে ভোট বেড়ে যায়
কমেছে হয়রানি।”^{১৫}

এবং শেষ স্তবকে তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় কবি বলেন-

“হঠাৎ শুনি আকাশবাণী
বাজিয়ে না আর ঢাক
মুখোশরা সব পালন করে
পঁচিশে বৈশাখ।”^{১৬}

রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে এশিয়ার প্রথম ১৯১৩ সালে নোবেল এসেছিল বাংলায় তথা ভারতে। সেটি রক্ষিত ছিল শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র সংগ্রহশালায়। ২৬ মার্চ, ২০০৪ সাল সকাল ১০ টায় সংগ্রহশালা খুলতে গিয়ে কর্মীরা দেখতে পান কবিগুরুর ব্যবহার্য অনেক সামগ্রীসহ নোবেল প্রাইজ চুরি গেছে।^{১৭} সিবিআই, সিআইডি এবং রাজ্যপুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ পৃথক পৃথক ভাবে তদন্ত করেও নোবেল চুরির কোনো কিনারা করতে পারেননি। নোবেল চুরি নিয়েই সাধন বারিকের অন্তর্বেদনা ধরা আছে তিনটি কবিতায়- ‘নোবেল চুরি ১’, নোবেল চুরি ২’ এবং ‘নোবেল চুরি ৩’। ‘নোবেল চুরি ১’ কবিতার শেষ স্তবকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কবি মন্তব্য করেছেন-

“নোবেল নোবেল কোথায় নোবেল
থুরি থুরি থুরি
নোবেল চুরির আগেই গেছেন
রবীন্দ্রনাথ চুরি।”^{১৮}

‘নোবেল চুরি ২’ কবিতার শেষ স্তবকে তীব্র কটাক্ষে আর গভীর হতাশায় কবি লিখেছেন-

“পুলিশ বলেন পারছি না আর
অনেক গেছে ধকল তো
চোরের বাড়ি নোবেল থাকুক
কবির বাড়ি নকল তো।”^{১৯}

‘নোবেল চুরি ৩’ কবিতায় তীক্ষ্ণ শ্লেষ উঠে এসেছে, যার প্রথম দুটি স্তবক হল-

“চোর বাবাজি ফিরিয়ে দে তুই
লক্ষ্মী সোনা ছেলে
তোকেই দেবো দেশিকোত্তম
নোবেল ফিরে পেলে।

সংগ্রহশালায় চাকরি দেবো
রক্ষী হবি তুই
মাস পোহালে হাজার কুড়ি
করিস না দুই দুই।”^{২০}

বস্তুত, নিরাপত্তার ঢিলেমিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পদক চুরি যাওয়া এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির চুরির রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হওয়া এক লজ্জার ইতিহাস।

বিগত বাম সরকারের একটি সফল প্রকল্প ছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠন করে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালুকরা। ১৯৯৭ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি করে তার পথ চলা শুরু হয়।^{২১} তার পূর্বে বিদ্যালয়ের পরিচালন

সমিতি হাতে ছিল নিয়োগের ভার। আর তা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ছিল ভুরিভুরি। সেই ইতিহাস ধরা আছে তাঁর ‘কমিটিকে ফিষ্টি’ নামের আট লাইনের ছড়াতে।

“হিস্ট্রিতে এম এ তিনি
বি টি লেখা ব্রাকেটে
চাকরিটা পেয়ে গেলো
দিয়ে কিছু প্যাকেটে।

কিছু মানে লাখ দেড়
কমিটিকে ফিষ্টি
চাকরিটা পেতে তার
এই ছিলো হিষ্টি।”^{২২}

সংসদীয় কাঠামোর ভিতরে থাকতে থাকতে বামপন্থী নেতাদের অগ্নি ঝরানো শপথগুলো, সমাজ বদলের বৈপ্লবিক স্বপ্নগুলো ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। বাম শাসনে দু’ দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর, সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখা সংবেদনশীল স্বপ্নহারা মনে জাগে চাওয়া না পাওয়ার আর্তি জনিত আক্ষেপ আর হতাশা। জাগে নানান সংশয় এবং প্রশ্ন। সে সব আজ ইতিহাস। ‘শিকড়ে পড়েছে টান’ কবিতায় আক্ষেপের সুরে কবি লেখেন-

“পুঁজির পাহাড়ে ওরা বসে গায়
মার্কস লেনিনের গান
দাস ক্যাপিটাল দাস হয়ে যায়
পুঁজি হয় ভগবান।”^{২৩}

‘এই রাখলুম কলম’ কবিতায় কবি যেন স্বীকার করে নেন ‘দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হলো আমাদের ভুল পরিক্রমা’^{২৪}। একদিন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার ছিল একুশ শতকের সূচনায় তারা উন্নয়নের নামে পুঁজিকেই আহ্বান করল। তাদের নতুন শ্লোগান হয় ‘কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ’- আজ অনেকেই মনে করেন তাছিল সময়ের দাবি কিন্তু এই সিদ্ধান্তই তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে, এটা ঘটনা এবং এটাই ইতিহাস। কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাদের উত্থান, সিঙ্গুরের উর্বর কৃষি জমিতে টাটা মোটরসের গাড়ি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্তে তাদের অবস্থান হয়ে যায় আপাত দৃষ্টিতে কৃষক বিরোধী; তৎকালীন বিরোধী দলগুলির জোট এমনকি তথাকথিত বাম শরিক ও নকশালপন্থী কিছু সংগঠন কৃষক আবেগকে তাদের দিকে টানতে সক্ষম হয়। তার পরিণতি আজ আমাদের জানা। সেই আন্দোলিত সময়ের ইতিকথা ধরা আছে ‘হঠাৎ কেমন’ কবিতাটিতে -

“হঠাৎ কেমন বদলে গেলো পথ
হঠাৎ কেমন বদলে গেলো সুর
সেদিন যারা ছিলো কাছের মুখ
তরাই এখন শত যোজন দূর।

হঠাৎ কেমন বদলে গেলো হাওয়া
হঠাৎ কেমন বদলে গেলো সব
রাজ্য জুড়ে শিল্পপতির জ্যামে
মাঝ রাস্তায় থমকালো বিপ্লব।

হঠাৎ কেমন লক্ষ পায়ের ভীড়ে
মুখ লুকালো মুখোশ পরা দিন
তেলেঙ্গানার রক্তধারার পথে
আজকে সিঙ্গুর শপথে উড্ডীন।”^{২৫}

সাধন বারিক রাজনীতি সচেতন জীবনবাদী কবি। চলমান সময়ের তিনি কোনো নিছক দ্রষ্টা নন, সমকালীন ঘটনার অভিঘাতে তিনি কখনো রসিক সমালোচক কখনো বা মর্মাহত দার্শনিক, আবার কখন নতুন করে বাঁচার পথ খোঁজেন মাটির কাছে- মানুষের কাছে। তিনি যা দেখেন তাই দেখান পাঠককে। কোথাও ভাবের জটিলতা নেই, সহজ সরল ভাষায় জীবনকে রূপ দিতে পারেন বলেই ভাবীকালের পাঠক-সমালোচকের কাছে তাঁর ছড়া- কবিতা হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক দলিল, যার সাহিত্যমূল্য আর ইতিহাসমূল্য একে অপরের সম্পূরক।

তথ্যসূত্র:

১. খাঁ, ড. চন্দন সম্পাদনা। ‘সাধন বারিকের নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা সংগ্রহ’। সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ৩-৪।
২. তদেব, পৃ. ৪৩।
৩. Kolkata_ Metra - Wikipedia. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/>। প্রবেশের তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
৪. খাঁ, ড. চন্দন, সম্পাদনা। ‘সাধন বারিকের নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা সংগ্রহ’। সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ৩২।
৫. Robert_ McNamara - Wikipedia. <https://bn.m.wikipedia.org/wiki/>। প্রবেশের তারিখ : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
৬. খাঁ, ড. চন্দন সম্পাদনা। ‘সাধন বারিকের নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা সংগ্রহ’। সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ৫৪।
৭. তদেব, পৃ. ৩৯।
৮. তদেব, পৃ. ৪৩।
৯. দাস, চন্দ্রনাথ। মিড-ডে মিল। Mid-Day Meal WBShiksha <http://wbshiksha.com>। প্রবেশের তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর।
১০. খাঁ, ড. চন্দন সম্পাদনা। ‘সাধন বারিকের নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা সংগ্রহ’, সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ৪৩।
১১. তদেব, পৃ. ৪৪।
১২. তদেব, পৃ. ৪৪।
১৩. তদেব, পৃ. ৪৪।
১৪. <https://bn.wikipedia.org/wiki/>। প্রবেশের তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর।
১৫. খাঁ, ড. চন্দন, সম্পাদনা। ‘সাধন বারিকের নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা সংগ্রহ’। সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ৬১।

১৬. তদেব, পৃ. ৬১।

১৭. <https://timesofindia.com>india> Tagore's Nobel Prize Stolen>। প্রবেশের তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর।

১৮. খাঁ, ড. চন্দন সম্পাদনা। 'সাধন বারিকের নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা সংগ্রহ'। সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ৬০।

১৯. তদেব, পৃ. ৬২।

২০. তদেব, পৃ. ৬২।

২১. তদেব, পৃ. ৬২।

২২. খাঁ, ড. চন্দন সম্পাদনা। 'সাধন বারিকের নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা সংগ্রহ', সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ৩৪।

২৩. তদেব, পৃ. ৮৮।

২৪. তদেব, পৃ. ৭২।

২৫. তদেব, পৃ. ৮৬।